কলকাতা উচ্চ আদালতে

দেওয়ানী আপিল বিচার ক্ষেত্র

আপিল বিভাগ

বর্তমানঃ

সম্মানীয় বিচারপতি বিভাস পট্টনায়েক

২০১৯-এর এফ. এম. এ ১১৯৫

২০১৯-এর সি. এ. এন ১ (২০১৯-এর পুরনো নম্বর সি. এ. এন ১০৫৭৩)

শ্রী গণেশ পল

বনাম

দ্য ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড এবং অন্যান্য।

আপিল-দাবিদারের জন্যঃ- শ্রী কৃষ্ণুন বানিক, উকিল

ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি উত্তরদাতা নং ১-এর জন্যঃ- শ্রী সঞ্জয় পল, উকিল

শোনো হয়েছেঃ ১৪.১২.২০২২,০৯.০১.২০২২,

২৪.০১.২০২৩,২৫.০১.২০২৩

রায় ঃ **৬.০৯.২০২৩**

<u>বিচারপতি বিভাস পট্টনায়েক:-</u>

১. মোটরযান আইন, ১৯৮৮-এর ধারা ১৬৭-এর সঙ্গে পঠিত ধারা ১৬৬-এর অধীনে দাবিদারদের দায়ের করা দাবির আবেদন খারিজ করে ২০১৫ সালের এম. এ. সি মামলা নং ৮৮-এর ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুরের অভিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা বিচারক-কাম-বিচারক, মোটর দুর্ঘটনা দাবি ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত ৩১ মে, ২০১৯ তারিখের রায় এবং রায়ের বিরুদ্ধে এই আপিলটি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

২. মামলার সংক্ষিপ্ত তথ্যটি হল যে, ২০১৫ সালের ১৪ই জানুয়ারি দাবিদার-ভুক্তভোগী সিলিগুড়ির দিকে অগ্রসর হওয়া তাঁর নিয়োগের সময় উল্লিখিত বাসের কন্ডাক্টর হিসাবে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ডব্লিউবি-৬১/১৮৪৮ (বাস) বহনকারী গাড়িতে চড়েছিলেন এবং যখন উক্ত গাড়িটি জাতীয় সড়ক-৩৪-এর বারোদুয়ারিতে পৌঁছয়, তখন উক্ত গাড়ির গাড়ি চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং অন্য পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি স্থির ট্রাককে ধাক্কা দেয় রাস্তার পাশে। উক্ত দুর্ঘটনার কারণে, ভুক্তভোগী এবং বাসের অন্যান্য যাত্রীরা

গুরুতর একাধিক আঘাত পেয়েছিলেন এবং যাত্রীদের মধ্যে একজন ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছিলেন। দুর্ঘটনার পরপরই, ভুক্তভোগীকে রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল কিন্তু তার গুরুতর অবস্থা এবং আঘাতের বিষয়টি বিবেচনা করে তাকে যে কোনও মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। তবে, ভুক্তভোগীকে পাটনার পপুলার নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়েছিল যেখানে তার উভয় পা কেটে ফেলা হয়েছিল। দুর্ঘটনায় আহত হওয়া এবং পরবর্তীতে অক্ষম হওয়ার কারণে, আহত-ভুক্তভোগী মোটরযান আইন, ১৯৮৮-এর ধারা ১৬৬-এর অধীনে ২৫,০০,০০০/- টাকা ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করেছিলেন।

৩. আহত দাবিদার তার মামলাটি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সাতজন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছিলেন এবং নথি উপস্থাপন করেছিলেন যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-১ থেকে ২৮ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৪. উত্তরদাতা নং.১ ইন্সুরান্স সংস্থাটি কোনও প্রমাণ পেশ করেনি। তবে, পি. ডব্লিউ. ৬-এর জেরা চলাকালীন, ডঃ অশোক কুমার সিনহা কর্তৃক জারি করা ১৬ই মার্চ, ২০১৫ তারিখের নিস্পত্তি শংসাপত্রের ফটোকপি বীমা সংস্থার পক্ষ থেকে প্রদর্শনী-এ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৫. যেহেতু সমন প্রাপ্তির পরেও অপরাধী গাড়ির উত্তরদাতা নং.২-মালিক দাবির আবেদনের বিরোধিতা করেননি, তাই উক্ত উত্তরদাতার উপর আপিলের নোটিশ প্রদান করা হয়।

৬. রেকর্ডে থাকা উপকরণ এবং আহত দাবিদারের পক্ষে প্রদত্ত প্রমাণ বিবেচনা করে, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল ১৯৮৮ সালের মোটরযান আইনের ধারা ১৬৬ এবং ১৬৭ এর অধীনে দায়ের করা আহত দাবিদারের দাবি খারিজ করে দেয়।

৭. বিদ্বান ট্রাইব্যুনালের বিতর্কিত রায় এবং রায়ে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে দাবিদার বর্তমান আপিলটি পছন্দ করেছেন।

৮. আবেদনকারী-দাবিদার পক্ষের বিদ্বান উকিল শ্রী কৃষ্ণুন বানিক বলেন যে, বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল এই মর্মে রায় দিতে ভুল করেছে যে, দাবিদারদের দাবির আবেদনটি তার বর্তমান ফর্ম এবং আইনে এই ভিত্তিতে রক্ষণযোগ্য নয় যে, অভিযুক্ত বাস এবং তার বীমাকারী দ্বারা ধাক্কা দেওয়া ট্রাকের মালিককে দাবির আবেদনে পক্ষভুক্ত করা হয়নি এবং এর ফলে ভুলভাবে বলা হয়েছে যে, দাবির আবেদনটি প্রয়োজনীয় পক্ষগুলির পক্ষপাতী না হওয়ার জন্য ত্রুটিপূর্ণ। তিনি আরও বলেন যে, এই বিষয়ে আইনটি আর অবিচ্ছেদ্য নয় কারণ একমাত্র সম্ভাব্য নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে বা যৌথ নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে দাবি করা দাবিদারদের বিকল্প। অতএব, বীমাকৃত এবং উক্ত ট্রাকের বীমাকারীকে আবেদন না করা প্রয়োজনীয় পক্ষের অভাবে দাবির আবেদনটিকে ত্রুটিপূর্ণ করে তোলে না এবং এর ফলে আবেদনটি সম্পূর্ণরূপে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য করে তোলে না। তাঁর যুক্তির সমর্থনে, তিনি ২০১৫ (৯) এস. সি. সি ২৭৩-এ রিপোর্ট করা খেনেই **খেনিয় বনাম নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোং লিমিটেড এবং অন্যান্য** মামলায় গৃহীত সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন।

তিনি আরও বলেন যে বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল ভুলভাবে সন্দেহ করেছিল যে দাবিদার দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন এবং প্রত্যক্ষদর্শী পি. ডব্লিউ. ৪-এর প্রমাণের পাশাপাশি দাবিদার যিনি নিজে আহত ছিলেন তার প্রমাণকে কোনও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি ছাড়াই অবিশ্বাস করেছিলেন এবং সুনির্দিষ্ট ভিত্তি। উপরন্তু তিনি দাবি ক্ষেত্রে বলেছেন যে আদালত যে প্রমাণ খতিয়ে দেখছে তা কোনও

"সেরা" প্রত্যক্ষদর্শীর পরীক্ষা না করায় দোষ খুঁজে বের করার জন্য নয়, বরং ইতিমধ্যেই রেকর্ড করা প্রমাণগুলি বিশ্লেষণ করে নিশ্চিত করার জন্য যে এটি সম্ভাবনার প্রাচুর্যের টচস্টোনের বিষয়ে ইস্যুটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট কিনা। তাঁর যুক্তিটি সমর্থন করার জন্য, তিনি **সুনীতা অ্যান্ড ওরস বনাম রাজস্থান স্টেট রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন অ্যান্ড অন্যান্য** গৃহীত সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন, এআইআর ২০১৯ এসসি ৯৯৪-এ রিপোর্ট করা হয়েছে। এফআইআর এবং চার্জশিট স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে দুর্ঘটনার প্রাসঙ্গিক তারিখে, ভুক্তভোগী আহত হয়েছেন যা জ্ঞানী ট্রাইব্যুনাল দ্বারা বিবেচনা করা হয়নি। এই বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী পি. ডব্লিউ. ৪-এর প্রমাণের কোনও অস্বীকার নেই যা সাক্ষী দ্বারা বর্ণিত তথ্যের স্বীকৃতির প্রয়োজনীয় প্রভাবের দিকে পরিচালিত করে। তাঁর যুক্তির সমর্থনে, তিনি এই আদালতের এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন যা **এ. ই. জি. কারাপিয়েট বনাম এ. ওয়াই. ডারডেরিয়ান** এ. আই. আর ১৯৬১ ক্যাল ৩৫৯-এ রিপোর্ট করেছিলেন। সুতরাং, বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল ঘটনাটি অস্বীকার করার ক্ষেত্রে ভুল করেছিল এবং দাবিদার-আহত, প্রত্যক্ষদর্শী এবং অন্যান্য সমর্থনমূলক প্রমাণের ইতিবাচক প্রমাণকে বিবেচনায় নেয়নি।

দাবিদারদের মামলাটিও দুই মাস বিলম্বের ভিত্তিতে বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল দ্বারা অবিশ্বাস করা হয়েছিল, পর্যবেক্ষণ করে যে ২০১৫ সালের ২১শে মার্চ প্রায় ১২:০৫ ঘন্টা সময়ে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল প্রাপক কর্মকর্তার দ্বারা উল্লিখিত তারিখটি যথাযথভাবে পরীক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। যদিও লিখিত অভিযোগের বিষয়ে প্রাপক অফিসারের অনুমোদন ২১শে মার্চ, ২০১৫-তে রসিদ দেখায়, তবুও গ্রহণকারী অফিসার তার স্বাক্ষরের নীচে ২১শে জানুয়ারী, ২০১৫ তারিখ রেখেছেন যা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে লিখিত অভিযোগটি ২১শে জানুয়ারী, ২০১৫-এ দায়ের করা হয়েছিল এবং ২১শে মার্চ, ৮ই মার্চ, ২০১৫-এ নয়। সুতরাং, শুধুমাত্র সাত দিনের বিলম্ব রয়েছে।

এফআইআর-এ করা যুক্তিতে সন্দেহ জাগানোর মতো কোনও বহিরাগত তথ্য নেই। এফআইআর দায়েরে বিলম্বের ফলে দাবিদারের দাবি সন্দেহজনক হয় না যদি না এফআইআর-এ কোনও বানোয়াট বা জালিয়াতির প্রমাণ থাকে। তার যুক্তিকে সমর্থন করার জন্য, তিনি ২০১১ সালের এসিজে ৯১১-এ রবি বনাম বদ্রীনারায়ণ এবং অন্যান্য মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন।

তিনি আরও বলেন যে মাননীয় ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নথিভুক্ত ফলাফলগুলি বিকৃত, যেহেতু প্রাপ্ত ফলাফলগুলি দাবিদার-আহতের পক্ষে উপস্থাপিত প্রাসঙ্গিক বস্তুগত তথ্যগুলিকে উপেক্ষা/বাদ দেওয়া হয়েছে। তিনি দামোদর লাল বনাম সোহান দেবী এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে এআইআর ২০১৬ এসসি ২৬২-এ রিপোর্ট করা সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে, আবেদনকারী-দাবিদার পক্ষের বিদ্বান উকিল জনাব বানিক বলেন যে, উক্ত দুর্ঘটনায় দাবিদার আহত হওয়ার সমর্থনে প্রচুর প্রমাণ রয়েছে এবং দাবিদার যে দাবি করেছেন তা অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই। তদনুসারে, দাবিদার ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী।

ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, দুর্ঘটনার সময় দাবিদার একজন বাস কন্ডাক্টর ছিলেন, যা অভিযুক্ত গাড়ির মালিক পি. ডব্লিউ. ২-এর প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত। পি. ডব্লিউ. ২ স্পষ্টভাবে বলেছে যে, দুর্ঘটনার সময় তিনি ভুক্তভোগীকে ৬,১৭২/- টাকা এবং খাবারের জন্য প্রতিদিন ১০০/- টাকা বেতন দিতেন এবং এইভাবে ভুক্তভোগীর মোট আয় ছিল ৯,১৭২/- টাকা। তিনি আরও বলেন যে, পি. ডব্লিউ. ২ দ্বারা বর্ণিত আয়ের হারও ন্যূনতম মজুরি আইনের অধীনে নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি আরও বলেন যে দুর্ঘটনার কারণে দাবিদার আহত হয়েছেন তার উভয় পায়ে অঙ্গচ্ছেদ এবং যদিও অক্ষমতা শংসাপত্র (প্রদর্শনী- ১৫) ৮০ শতাংশ স্থায়ী শারীরিক অক্ষমতা দেখায়, তবে ভুক্তভোগীর কার্যকরী অক্ষমতা ১০০%-এ বিবেচনা করা উচিত।

তিনি আরও বলেন যে দুর্ঘটনার কারণে আহত দাবিদারের উভয় পা কেটে ফেলা হয়েছে এবং যদিও প্রতিবন্ধীতার শংসাপত্রে (প্রদর্শ ১৫) ৮০% স্থায়ী শারীরিক অক্ষমতা দেখানো হয়েছে, তবে ভুক্তভোগীর কার্যকরী অক্ষমতা ১০০% বিবেচনা করা উচিত।

তিনি আরও বলেন যে দাবিদার-আহত ব্যক্তি চিকিৎসা ব্যয় প্রমাণ করেছেন যা তার পক্ষে মঞ্জুর করা উচিত।

যতদূর পর্যন্ত অ-আর্থিক ক্ষতির কথা বলা যায়, তিনি বিষয়টি আদালতের বিবেচনার উপর ছেড়ে দেন।

আবেদনকারী-দাবিদার পক্ষের বিদ্বান আইনজীবী শ্রী বানিক বলেন যে, দাবিদার দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ XI নিয়ম ২৭ এবং সম্পূরক হলফনামার অধীনে অতিরিক্ত প্রমাণ জমা দেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন (i) মেডিকেল অফিসার, রায়গানি দ্বারা জারি করা রেফারেল কার্ড) জেলা হাসপাতাল, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর, (ii) নিস্পত্তি সারসংক্ষেপ এবং উত্তরবঙ্গ নিউরো সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেডের শংসাপত্র। (iii) ভর্তি শংসাপত্র, (iv) ইলেক্ট্রো কার্ডিও গ্রাম (ই. সি. জি) রিপোর্ট, (v) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৫-এর ধারা ৬ (১)-এর অধীনে তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন, (vi) ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট, রায়গঞ্জ সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, রায়গঞ্জ উত্তর দিনাজপুর কর্তৃক জারিকৃত শ্রী গণেশ পালের ছেলে ভর্তি সংক্রান্ত প্রশ্ন এবং রেফারেল বিশদ সম্পর্কিত তথ্যের উত্তর মেমো নং আর জি এম সি এইচ/৩০১৯ তারিখ ১১.১১.২০১৯, (vii) অনলাইনে ভর্তির বিবরণের ফটোকপি এবং (viii) অনুপস্থিত নথিগুলির জন্য জিডিই কপি দায়ের করা হয়েছে, যেহেতু সেই নথিগুলি যথাযথ অধ্যবসায় সত্ত্বেও বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের সামনে উপস্থাপন করা যায়নি এবং তিনি অতিরিক্ত প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী-দাবীকারীর এই জাতীয় প্রার্থনার অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। তার উপরোক্ত দাখিলের আলোকে, তিনি বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের বরখাস্তের অপ্রকৃত রায় প্রত্যাখ্যান এবং দাবিদার-আহতদের পক্ষে ক্ষতিপূরণের অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

৯. আবেদনকারী-দাবিদার পক্ষের পক্ষ থেকে উত্থাপিত যুক্তিতর্কের জবাবে, প্রত্যর্থী সংস্থার আইনজীবী শ্রী সঞ্জয় পল বলেন যে, দুর্ঘটনার বিষয়টি এই দিক থেকে সন্দেহজনক যে, নথি অনুযায়ী, অভিযুক্ত চালককে এফআইআর দায়েরের আগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি ইঙ্গিত করেন যে ২০১৫ সালের ২১শে জানুয়ারি প্রায় ২ ঘন্টা আগে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে, তবে চার্জশিটে চালককে গ্রেপ্তারের তারিখ ও সময় ২০১৫ সালের ২১শে জানুয়ারি প্রায় ৯টা ২৫ ঘন্টা দেখানো হয়েছে। এফআইআর দায়েরের আগে চালককে কীভাবে গ্রেপ্তার করা হয় সেই প্রশ্নটি পুরো কার্যধারার সময় দাবিদার দ্বারা স্পষ্ট করা হয়নি যা অভিযুক্ত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে শুরু হওয়া ফৌজদারি কার্যধারার ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে সন্দেহের দিকে পরিচালিত করে।

তিনি আরও বলেন যে চার্জশিটে যদিও উল্লেখ করা হয়েছে যে দাবিদার উক্ত দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন, তবে এটি সত্যের চূড়ান্ত প্রমাণ নয় এবং সর্বোপরি এটি একটি সমর্থনমূলক প্রমাণ। দাবিদারদের মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য, অন্যান্য প্রমাণও খতিয়ে দেখতে হবে। তাঁর যুক্তিকে সমর্থন করার জন্য, তিনি ২০১৫ (৪) টি. এ. সি. ৬১১ (এস. সি.)-এ রিপোর্ট করা **কমলেশ এবং অন্যান্য বনাম আত্তার সিং** এবং অন্যান্যদের মধ্যে পাস হওয়া সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন।

তিনি আরও বলেন যে, পাটনার পপুলার নার্সিং হোমের নিস্পত্তি শংসাপত্র অনুসারে, ভিকটিমের ১১ জানুয়ারি, ২০১৫-এ অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল এবং এই তারিখটি পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ

দ্বারা সংশোধন করা হয়েছিল পাটনার পপুলার নার্সিং হোমের ম্যানেজার পি. ডব্লিউ. ৬ বসন্ত কুমারের জবানবন্দি থেকে যা স্পষ্ট। অতএব, ২০১৫ সালের ১৪ই জানুয়ারি দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল এবং ২০১৫ সালের ১১ই জানুয়ারি ভুক্তভোগীর অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল, তা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে উক্ত দুর্ঘটনায় ভুক্তভোগী আহত হননি। অপারেশনের তারিখের মধ্যে অসঙ্গতির উপরোক্ত দিকটি বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল দ্বারা সঠিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং মোকাবিলা করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, পি. ডব্লিউ. ২, যিনি অপরাধমূলক গাড়ির মালিক বলে দাবি করেছেন, বলেছেন যে দুর্ঘটনার পরে প্রথমে ভুক্তভোগীকে শিলিগুড়ি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছিল, যেখানে ভুক্তভোগী নিজেই বলেছেন যে তাকে প্রথমে রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সুতরাং, পি. ডব্লিউ. ২-এর প্রমাণ সন্দেহজনক এবং অবিশ্বস্ত হয়ে পড়ে। যতদূর পর্যন্ত পি. ডব্লিউ. ৪-এর প্রমাণের কথা বলা যায়, যিনি নিজেকে এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলে দাবি করেছেন, তিনি বলেন যে সাক্ষী বলেছেন যে ভুক্তভোগীর উভয় পা কেটে ফেলা রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালে করা হয়েছিল, যেখানে ভুক্তভোগীর পক্ষে উপস্থাপিত নথিগুলি দেখায় যে পাটনা পপুলার নার্সিং হোমে অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছে যা পি. ডব্লিউ. ৪-এর প্রমাণের ক্ষেত্রেও সন্দেহের সৃষ্টি করে। উপরোক্ত সমস্ত দিকটি লর্ড ট্রাইব্যুনাল দ্বারা বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে এবং তাই লর্ড ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তকে বিকৃত বলা যায় না কারণ এটি রেকর্ডের প্রমাণের ভিত্তিতে এসে পৌঁছেছে এবং তাই দামোদর লালের (উপরে) প্রস্তাবটি এই মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। উপরন্তু, এ. ই. জি ক্যারাপিয়েট (উপরে)-এর প্রস্তাবটি যে প্রতিপক্ষ তার প্রয়োজনীয় এবং বস্তুগত মামলাটি জেরা করার সুযোগটি কাজে লাগাতে অস্বীকার করেছে, এটি অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে যে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে প্রদত্ত সাক্ষ্য আদৌ বিতর্কিত প্রমাণিত হতে

পারে না, পি. ডব্লিউ. ২ এবং পি. ডব্লিউ. ৪ -এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এর প্রমাণ যেহেতু তাদের প্রমাণগুলি তথ্যের সাথে সাংঘর্ষিক। সুতরাং, দাবিদার-আহত ব্যক্তি এই প্রমাণ করতে ব্যর্থ হন যে তিনি উক্ত দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। পুরো প্রমাণ বিবেচনা করার পরে, বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল এটিকে ছাড় দেয় এবং একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসে যে দাবি করা প্রাসঙ্গিক তারিখে এমন কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি যার ফলে দাবি খারিজ হয়ে যায় এবং এতে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় না। উপরন্তু, এফআইআর দায়ের করতে বিলম্ব হয় যা দাবি মামলাটিকে সন্দেহজনক করে তোলে।

তিনি আরও বলেন যে, আহত দাবিদার তার আয় ও পেশা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে। পি. ডব্লিউ. ২, ভুক্তভোগীর নিয়োগকর্তা, তার ক্রস-পরীক্ষায় স্বীকার করেছেন যে তিনি কর্মচারীদের কোনও বেতন রেজিস্টার রাখেন না এবং তিনি কর্মচারী গণেশ চন্দ্র পলের (ভুক্তভোগী) নামে কোনও নগদ মেমোও জারি করেননি এবং তাই, পি. ডব্লিউ. ২-এর প্রমাণও তার পেশা এবং মাসিক আয়ের ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীর সহায়তায় আসতে পারে না।

অতিরিক্ত প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য আবেদনকারী-দাবিদার-এর প্রার্থনার বিষয়ে তিনি বলেন যে নথিগুলি দাবিদার-এর জ্ঞানের মধ্যে ছিল এবং তাই, অতিরিক্ত প্রমাণ উপস্থাপনের আড়ালে তাকে তার মামলার ত্রুটি পূরণ করার অনুমতি দেওয়া যাবে না, তাই আবেদনটি সীমিত আকারে খারিজ করা উচিত।

তাঁর পূর্বোক্ত বক্তব্যের আলোকে, তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যে বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত বিতর্কিত রায় এবং বরখাস্তের রায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে নিশ্চিত করা উচিত।

১০. আপিলের গুণাগুণ অনুসন্ধান করার আগে, ২০১৯ সালের কেন ১ (২০১৯ সালের পুরানো নং কেন ১০৫৭৩) দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ XLI বিধি ২৭-এর অধীনে অতিরিক্ত প্রমাণ যোগ করার জন্য দাবিদার-আহতদের আবেদনটি মোকাবেলা করা উপযুক্ত হবে)।

১০. ১ আবেদনকারী-দাবিদার পক্ষের বিদ্বান উকিল শ্রী বানিক অতিরিক্ত প্রমাণের জন্য আবেদন করার সময় (১) রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতাল, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর-এর চিকিৎসা আধিকারিকের জারি করা রেফারেল কার্ড, (২) নিস্পত্তি সামারি অ্যান্ড সার্টিফিকেট অফ নর্থ বেঙ্গল নিউরো সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড, (৩) ভর্তির শংসাপত্র, (৪) ইলেক্ট্রো কার্ডিও গ্রাম (ইসিজি) রিপোর্ট, (৫) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৫-এর ধারা ৬ (১)-এর অধীনে তথ্য পাওয়ার আবেদন, (৬) রায়গঞ্জ সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের উপ-তত্ত্বাবধায়ক শ্রী গণেশ পাল-এর ভর্তি সংক্রান্ত প্রশ্ন ও রেফারেল সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সম্পর্কে আর. টি. আই-এর জবাব, আরজিএমসিএইচ/৩০১৯ তারিখের ১১.১১.২০১৯, (৭) অনলাইনে ভর্তির বিবরণের ফটোকপি এবং (৮) নিখোঁজ নথির জন্য জমা দেওয়া জিডিই কপি জমা দিয়েছিল যে উপরোক্ত নথিগুলি লর্ড ট্রাইব্যুনালের সামনে লর্ড কন্ডাক্টিং অ্যাটর্নির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল কিন্তু যথাযথ অধ্যবসায় সত্ত্বেও তা উপস্থাপন করা যায়নি। যেহেতু নথিগুলি ভুল জায়গায় রাখা হয়েছিল, তাই তথ্য অধিকার আইনের অধীনে আবেদন দায়ের করা হয়েছিল এবং মিসিং ডায়েরি দায়ের করা হয়েছিল। তাই প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি যথেষ্ট ন্যায়বিচারের জন্য অতিরিক্ত প্রমাণ উপস্থাপন করার মাধ্যমে আনা দরকার। বিপরীতে, জনাব পল, উত্তরদাতা নং ১ বীমা কোম্পানির আইনজীবী দাখিল করেছেন যে নর্থ বেঙ্গল নিউরো সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেডের রেফারেল কার্ড এবং নিস্পত্তি সারাংশ নামক নথিগুলি ভুক্তভোগীর জানার মধ্যে ছিল কিন্তু তার পরিচিত কারণগুলির জন্য এটি তৈরি করা হয়নি।

অতিরিক্ত প্রমান গ্রহণ করা যেতে পারে যদি আপিলকারী আদালতকে সন্তুষ্ট করে যে যথাযথ অধ্যবসায়ের পরে এই ধরনের প্রমাণ তার জ্ঞানের মধ্যে ছিল না বা যখন মামলাটি শুনানির জন্য নেওয়া হয়েছিল তখন তা উপস্থাপন করা যায়নি। কোনও মামলা তৈরি করা হয়নি যে যথাযথ অধ্যবসায় সত্ত্বেও নথিটি উপস্থাপন করা যায়নি বা জ্ঞানের মধ্যে ছিল না। সুতরাং, দাবিদার-আহত দ্বারা দায়ের করা অতিরিক্ত প্রমাণের আবেদনটি সীমাবদ্ধতার মধ্যে খারিজ করা যেতে পারে।

১০.২ দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ এক্সএলআই রুল ২৭-এর অধীনে আপিল পর্যায়ে অতিরিক্ত প্রমাণের অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা একটি বিবেচনামূলক ক্ষমতা। সাধারণ নিয়মটি হল যে আপিল বিচারাধীন থাকাকালীন কোনও প্রমাণ উপস্থাপন করা হবে না তবে আদালতকে বিবেচনামূলক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আদালত অতিরিক্ত প্রমাণের অনুমতি দিতে পারে। এই নিয়মটি এমন মামলাগুলিকে বোঝায় যেখানে আপিল আদালত নিজেই পক্ষগুলির মধ্যে ন্যায়বিচার করতে সক্ষম হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করতে চায়। এই নিয়মটি কোনও পক্ষকে তার মামলা প্রমাণ করার দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয় বরং রেকর্ডে বিদ্যমান প্রমাণের একটি ত্রুটি নিরাময়ের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ এক্সএলআই রুল ২৭-এর শর্ত (ক), (ক ক) এবং (খ)-এ বর্ণিত কারণগুলি ব্যতীত আপিল আদালতে কোনও আপীলের পক্ষগুলি অতিরিক্ত মৌখিক বা ডকুমেন্টারি উপস্থাপন করার অধিকারী হবে না। আদালত কেবলমাত্র তিনটি ত্রুটির সন্তুষ্টির ভিত্তিতে অতিরিক্ত প্রমাণ উপস্থাপন করার অনুমতি দিতে পারে, যথাঃ (i) যে আদালতের ফরমান থেকে আপিল করা হয় সেই আদালত যদি এমন প্রমাণ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে যা গ্রহণ করা উচিত ছিল, (ii) কোন পক্ষ অতিরিক্ত প্রমাণ উপস্থাপন করতে চাইছে যে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও, এই ধরনের প্রমাণ তার জ্ঞানের মধ্যে ছিল না বা পারেনি,

যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর, আপিল করা ডিক্রিটি যখন গৃহীত হয়, সেই সময়ে তাকে হাজির করতে হবে এবং (iii) যখন আপিল আদালত রায় ঘোষণা করার জন্য বা অন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ কারণে কোনও নথি হাজির করতে বা কোনও সাক্ষীর পরীক্ষা করার নির্দেশ দেয়।

১০.৩. আপিলকারী-দাবিদার এমন কোনও মামলা করেননি যে, তাঁর দ্বারা স্বীকার করা উচিত ছিল এমন প্রমাণ গ্রহণ করতে লর্ড ট্রাইব্যুনাল অস্বীকার করেছে।

১০.৪. আইনের উপরোক্ত প্রস্তাবের কথা মাথায় রেখে, আমি নথিতে অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করার জন্য আবেদনে করা যুক্তিতে ফিরে আসি। আবেদনে যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে তা থেকে এটা স্পষ্ট যে, ধারা নং (i) থেকে (iv)-এর অধীনে যে নথিগুলির জন্য অতিরিক্ত প্রমাণের জন্য আবেদন করা হয়েছে, সেগুলি বিদ্বান ট্রাইব্যুনালের সামনে বিদ্বান পরিচালনাকারী উকিলের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। যদিও আবেদনে বলা হয়েছে যে নথিগুলি তার জ্ঞানের মধ্যে থাকলেও যথাযথ অধ্যবসায়ের পরে বিচারের সময় উপস্থাপন করা যায়নি, তবুও এই জাতীয় একক বিবৃতি ব্যতীত কোনও পরিস্থিতি গণনা করা হয়নি যে দাবিদার যে নথিগুলি জানতেন সেগুলি কীভাবে বিদ্বান ট্রাইব্যুনালের সামনে উপস্থাপন করা যায়নি। তদনুসারে, এটি পাওয়া গেছে যে দাবিদার-আহত নথিগুলি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যা তার কাছে ছিল তা আদালতে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ক্রম নং (v) থেকে (viii) এর অধীনে নথিগুলি প্রাসঙ্গিক নথি যথা রেফারেল কার্ড এবং অন্যান্য সংগ্রহের জন্য পরবর্তী ঘটনাগুলির সাথে সম্পর্কিত। নিয়মটি খুব স্পষ্ট করে দেয় যে কোনও পক্ষকে তার মামলা প্রমাণ করার জন্য দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এটি করা যাবে না। সুতরাং, অতিরিক্ত প্রমাণ চাওয়ার আবেদনটি যোগ্যতার তুলনায় কম। তদনুসারে, ২০১৯-এর সিএএন ১ (পুরানো নম্বর সিএএন ২০১৯ সালের ১০৫৭৩) খারিজ হয়ে গেছে।

১১. সংশ্লিষ্ট পক্ষের আইনজীবীদের কথা শোনার পর, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য পড়েঃ

প্রথমত, দাবির আবেদনটি তার বর্তমান রূপ এবং আইনে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য কিনা।

দ্বিতীয়ত, দাবিদার আহত হওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট তারিখে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কিনা।

এবং তৃতীয়ত, অপরাধমূলক গাড়ির চালকের বেপরোয়া ও অবহেলার কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কিনা।

১২. দাবির আবেদনের রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা সম্পর্কিত প্রথম বিষয় সম্পর্কে জানা যায় যে, লর্ড ট্রাইব্যুনাল রায় দিয়েছে যে, যেহেতু দাবির আবেদন অনুযায়ী একটি ট্রাকও অভিযুক্ত দুর্ঘটনায় জড়িত ছিল, তাই বীমাকৃত এবং উক্ত ট্রাকের বীমাকারী প্রয়োজনীয় পক্ষ ছিল এবং যেহেতু তাদের পক্ষ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, তাই আবেদনটি তার বর্তমান রূপ এবং আইনে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয়। উপরোক্ত বিষয়টিকে উপলব্ধি করার জন্য, খেনিয়েতে (সুপ্রা) মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণকে নিম্নরূপ উল্লেখ করা লাভজনক হবেঃ

> "যখন দুইজন যৌথ আইন লঙ্ঘনকারী ব্যাক্তির অবহেলার ফলে আঘাত লাগে, তখন দাবিদারকে তার দায়বদ্ধতার অনুপাত সম্পর্কে সঠিক ব্যক্তির উপর আঙুল তোলার প্রয়োজন হয় না। যদি আদালত প্রতিটি যৌথ আইন লঙ্ঘনকারী ব্যাক্তির কার্যকলাপকে আলাদা করতে সক্ষম হয় এমন কোনও প্রমাণের অভাবে, যৌথভাবে উভয় আইন লঙ্ঘনকারী ব্যাক্তির উপর দায় আরোপ করা যেতে পারে এবং যদি কেবল একজনকে পক্ষ হিসাবে অভিযুক্ত করা হয়, তাহলে সম্পূর্ণ দায় যৌথ আইন লঙ্ঘনকারী ব্যাক্তির একজনের উপর আরোপ করা যেতে পারে। যদি উভয় যৌথ আইন লঙ্ঘনকারী ব্যাক্তির আদালতে উপস্থিত থাকে এবং প্রতিটি ব্যাক্তির কার্যকলাপ সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রমাণ থাকে এবং আদালত উভয় যৌথ আইন লঙ্ঘনকারী ব্যাক্তির অবহেলার সঠিক প্রকৃতি বিবেচনা করে দাবি ভাগ করে নেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে দাবি ভাগ করে নিতে পারে। তবে, যখন যৌথ আইন লঙ্ঘনকারী ব্যাক্তির অবহেলার অনুপাত নির্ধারণ করা সম্ভব না হয় তখন দাবি ভাগ করার প্রয়োজন হয় না। এই ধরনের ক্ষেত্রে, আইন লঙ্ঘনকারী ব্যাক্তির যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।"

১২. ১. সুতরাং, আইনটি আর সমন্বিত নয়। মাননীয়া সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক উল্লিখিত আইনের পূর্বোক্ত প্রস্তাবের কথা মাথায় রেখে, দাবিদার এখন হয় একটি নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির কাছ থেকে অথবা উভয় নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ চাইতে পারেন। অতএব, বীমাকারী এবং ট্রাকের বীমাকৃত যে দুর্ঘটনার প্রাসঙ্গিক তারিখে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল এবং লঙ্ঘনকারী যানবাহন দ্বারা ধাক্কা খেয়েছিল, তাকে এমন কোনও পক্ষভুক্ত করা না হলেও যে ক্ষতিপূরণের জন্য দাবিকারীর আবেদনকে আইনের দৃষ্টিতে রক্ষণযোগ্য করে তুলবে না। আমি এই বিষয়ে আবেদনকারী-দাবিদারদের আইনজীবী জনাব বানিকের যুক্তিতে যৌক্তিকতা খুঁজে পাই। তদনুসারে, দাবিদার-আহতের দাবি আবেদন বর্তমান ফর্ম এবং আইনে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য।

১৩. দুর্ঘটনাটি প্রাসঙ্গিক তারিখে সংঘটিত হয়েছে কি না সেই বিষয়ে দাবিকারী-আহতদের আঘাতের কারণে, এটি পাওয়া যায় যে দাবিকারী-আহত (পি. ডাবলু.১) তার দাবির আবেদনের পাশাপাশি তার সাক্ষ্য-প্রমাণে বলেছে যে ১৪ই জানুয়ারী, ২০১৫ তারিখে, তিনি তার চাকুরী চলাকালীন শিলিগুড়ি যাওয়ার জন্য বাস কন্ডাক্টর হিসাবে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ডাবলু বি-৬১/১৮৪৮ বহনকারী আপত্তিকর গাড়িতে চড়েছিলেন এবং গাড়িটি এন এইচ-৩৪-এ বারোদুয়ারির কাছে পৌঁছলে উল্লিখিত গাড়ির চালক গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার অপর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাককে ধাক্কা দেয়। উল্লিখিত দুর্ঘটনার কারণে, তিনি অন্যান্য ব্যক্তির সাথে আহত হন এবং ঘটনাস্থলে একজন মারা যান।

এর মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরে পি. ডব্লিউ. ১-এর জেরা থেকে জানা যায় যে, দুর্ঘটনার দিন তিনি যে বাসে করে যাচ্ছিলেন, যে বাসে দুর্ঘটনা ঘটেছিল এবং যে সমস্ত আঘাত লেগেছিল, তার কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। পি. ডব্লিউ. ৪, সুদীপ আচারজি সাক্ষ্য দেন যে তিনি এই ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি তাঁর সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রধান অংশে আরও বলেন যে, ২০১৫ সালের ১৪ই জানুয়ারি অপরাধমূলক গাড়িটি একটি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়, যাতে ভুক্তভোগী এবং অন্যান্য যাত্রীরা আহত হন। বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল পি. ডব্লিউ. ৪-এর প্রমাণকে এই ভিত্তিতে খারিজ করে দিয়েছে যে তিনি প্রকৃতপক্ষে প্রাসঙ্গিক তারিখে বাসে ওঠার কোনও প্রমাণ নথিভুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং আরও কোনও প্রমাণ নেই যে তিনি কোনও আঘাত পেয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত চার্জশিটে সাক্ষী হিসাবে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়নি। এটি লক্ষণীয় প্রাসঙ্গিক যে এই সাক্ষীর প্রমাণ যে তিনি দুর্ঘটনার প্রাসঙ্গিক তারিখে লঙ্ঘনকারী গাড়িতে ভ্রমণ করছিলেন তা জেরায় আরও প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে তিনি বলেছিলেন যে ১৪ জানুয়ারী, ২০১৫-এ তিনি বাসে করে শিলিগুড়ি যাচ্ছিলেন। এটি সাধারণ বিচক্ষণতার বিষয় যে বাসে ভ্রমণকারী কোনও ব্যক্তি বাসের টিকিট রাখেন না এবং ভবিষ্যতের কোনও উদ্দেশ্যে প্রয়োজন না হলে তা ফেলে দেওয়া বা ধ্বংস করা হয়। এটি সম্ভবত দুর্ঘটনার পরে টিকিটটি হারিয়ে যেতে পারে। বাসে ওঠার কোনও প্রমাণ উপস্থাপন না করা বাস্তবে এই সত্যের দিকে পরিচালিত করে না যে তিনি প্রাসঙ্গিক তারিখে বাসে ভ্রমণ করছিলেন না যখন বাসে তাঁর উপস্থিতি জেরা করার জন্য ভর্তি করা হয়। এটি সত্য যে পি. ডব্লিউ. ৪ কোনও আঘাতের অবস্থা বজায় রাখেনি। একটি দুর্ঘটনায়, এমন সুযোগ হতে পারে যে কিছু ব্যক্তি আহত হতে পারে এবং অন্যরা নাও হতে পারে। কারণ সাক্ষীর উপর দুর্ঘটনার প্রভাব সম্পর্কে উল্লেখ না করা তার প্রমাণকে সন্দেহজনক করে তুলতে পারে না যা অন্যথায় নির্ভরযোগ্য। এটা সত্য যে পি. ডব্লিউ. ৪-এর চার্জশিটে সাক্ষী হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়নি। কোনও কঠোর এবং দ্রুত নিয়ম নেই যে নিয়মে বলা হয়েছে যে, দাবির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র চার্জশিটে তালিকাভুক্ত সাক্ষীকে পরীক্ষা করতে হবে। অতএব, সাক্ষী এই ধরনের কারণে

চার্জশিটভুক্ত সাক্ষী না হলেও তার সাক্ষ্যকে উপেক্ষা করা যাবে না। জেরা অথবা সংশ্লিষ্ট তারিখে অপরাধমূলক গাড়িতে ভ্রমণের সময় ভুক্তভোগীর আঘাতের বিষয়ে পি. ডব্লিউ. ৪-এর প্রত্যক্ষদর্শীর প্রমাণকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য কোনও স্বাধীন প্রমাণ যুক্ত করার কোনও বিপরীত প্রমাণ নেই। দাবিদার-আহত এবং প্রত্যক্ষদর্শী পি. ডব্লিউ. ৪-এর প্রমাণ যে উক্ত দুর্ঘটনায় আহতরা আহত হয়েছেন তা এফ. আই. আর এবং চার্জশিট দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে যা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে দুর্ঘটনায় ভুক্তভোগী আহত হয়েছেন।

১৩.১ পি. ডব্লিউ. ৪-এর প্রমাণের বিরুদ্ধেও চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে যে তিনি বলেছেন যে ভুক্তভোগীর উভয় পা কেটে ফেলা রায়গঞ্জ হাসপাতালে করা হয়েছিল যা আহত (পি. ডব্লিউ. ১)-এর প্রমাণের সাথে ভিন্ন, যিনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে পাটনা পপুলার নার্সিং হোমে অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছিল। পি. ডব্লিউ. ৪ যদিও অঙ্গচ্ছেদের কথা বলেছিলেন কিন্তু যে হাসপাতালে অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছিল তা উল্লেখ করেননি। এটি লক্ষণীয় প্রাসঙ্গিক যে এই সাক্ষীও আহতদের সাথে হাসপাতালে যাননি। তাই চিকিত্সার বিষয়ে সঠিকভাবে বলা তাঁর পক্ষে কখনই সম্ভব ছিল না। যাই হোক না কেন, এই ধরনের দিকটি ভুক্তভোগীর দ্বারা সংঘটিত ঘটনা এবং আঘাতের বিষয়ে তার অন্যথায় নির্ভরযোগ্য প্রমাণকে সন্দেহজনক করে তোলে না।

১৩.২ যদিও পি. ডব্লিউ. ২, দীপঙ্কর রায় সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে ২০১৫ সালের ১৪ই জানুয়ারি উক্ত দুর্ঘটনায় ভুক্তভোগী আহত হয়েছেন, তবুও এই বিষয়ে তাঁর প্রমাণ অপ্রাসঙ্গিক কারণ তিনি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নন। জনাব পল, উত্তরদাতা নং ১, ইন্সুরেন্স কোম্পানির বিদ্বান উকিল এর উপর পি. ডব্লিউ. ২-এর প্রমাণ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে তাঁর এই বক্তব্যের মধ্যে অসঙ্গতি রয়েছে যে, ভুক্তভোগীকে প্রথমে শিলিগুড়ি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া

হয়েছিল, যেখানে ভুক্তভোগীর মতে, তাকে রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং এইভাবে এই ধরনের বিবৃতি আহতের (পি. ডব্লিউ. ১) জবানবন্দির বিপরীত যে তাকে প্রথমে রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নথিতে থাকা উপকরণগুলি দেখায় না যে সাক্ষী কখনও ভুক্তভোগীকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। অতএব এই ধরনের অসঙ্গতি দাবিদারকে মূল ক্ষেত্রে প্রভাবিত করে না।

১৩.৩ এ. ই. জি.-এর উপর নির্ভর করে কারাপিয়েট (উপরে উল্লিখিত) আবেদনকারী-দাবিদার জনাব বানিক বলেন যে, ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী পি. ডব্লিউ. ৪-এর প্রমাণ স্বীকার করা হয়েছে, কারণ তা জেরা করার সময় অস্বীকার করা হয়নি। তবে, এই সাক্ষীর জেরা করার পরে দেখা গেছে যে সাক্ষীকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে ভুক্তভোগী উক্ত দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন তা অস্বীকার করা হয়েছে। সুতরাং, উদ্‌ধৃত সিদ্ধান্তের তথ্যগুলি হাতে থাকা মামলার থেকে আলাদা।

১৩.৪. এটা একটা সাধারণ আইন যে দাবিদাররা কেবল তাদের মামলা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সম্ভাব্যতার প্রাধান্যের ভিত্তি এবং মোটর দুর্ঘটনার মামলা পরিচালনার সময় যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণের মান প্রয়োগ করতে পারে না। দাবিদার-আহতদের পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব বণিক সুনীতা (সুপ্রা)-এর উপর নির্ভর করে এই বিষয়ে যথাযথ যুক্তি দিয়েছেন। কমলেশ (সুপ্রা)-এর উপর নির্ভর করে বিবাদী নং ১-বীমা কোম্পানির বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী পল দাখিল করেছেন যে চার্জশিট একটি চূড়ান্ত প্রমাণ হতে পারে না। আমি উপরে উল্লেখিত মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত প্রস্তাব মেনে নিচ্ছি। তবে, হাতে থাকা মামলায়, চার্জশিট ছাড়াও, দাবিদার-আহতদের পাশাপাশি প্রত্যক্ষদর্শীর মৌখিক প্রমাণ রয়েছে এবং তাই দাবিদার-আহতদের মামলা কেবল চার্জশিটের উপর ভিত্তি করে নয়।

১৩.৫। উত্তরদাতা নং ১ ইন্সুরেন্স সংস্থার বিদ্বান উকিল জনাব পল আদালতকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, পপুলার নার্সিং হোম, পাটনা কর্তৃক জারি করা নিস্পত্তি সারাংশে উল্লিখিত অস্ত্রোপচারের তারিখ এবং আঘাতের তারিখের মধ্যে অসঙ্গতি রয়েছে এবং পরবর্তীকালে এটি সংশোধন করা হয়েছে। প্রথম নিস্পত্তি সারাংশে, আঘাতের তারিখ ১২ জানুয়ারী, ২০১৫ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তারপরে এটি সংশোধন করা হয়েছে। এরপরে, ওটি নোটে অপারেশনের তারিখ, যা প্রথমে ১১ জানুয়ারী, ২০১৫ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল, সংশোধন করা হয়েছে এবং ডুপ্লিকেট নিস্পত্তি সারাংশে ১৯ জানুয়ারী, ২০১৫ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং, আঘাতের তারিখ এবং অপারেশনের তারিখের মধ্যে অসামঞ্জস্য স্পষ্টভাবে দেখায় যে দাবিদারদের দ্বারা অভিযুক্ত তথ্যগুলি মিথ্যা এবং বানোয়াট। এটি একটি সত্য যে ১৬ই মার্চ, ২০১৫ (প্রদর্শ-১৮) তারিখের পপুলার নার্সিং হোম, পাটনার নিস্পত্তি সারাংশে, আঘাতের তারিখ ১২ই জানুয়ারী, ২০১৫ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি স্পষ্টভাবে একটি ভুল রেকর্ডিং বলে মনে হয় কারণ অন্যান্য সমস্ত নথি যেমন এফআইআর এবং চার্জশিট ১৪ * ৮ জানুয়ারী, ২০১৫-এ ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাটি প্রকাশ করে এবং নিস্পত্তি সারসংক্ষেপ (প্রদর্শ-১৮) দেখায় যে ভর্তির তারিখ ১৬ই জানুয়ারী, ২০১৫ এবং অপারেশনের তারিখ ১৯তম ২রা জানুয়ারী, ২০১৫। এটি সত্য যে, ওটি নোটে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১১ই জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে এস/এ-এর অধীনে অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছিল। অস্ত্রোপচারের তারিখটি ১৯শে জানুয়ারি, ২০১৫ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই কারণে অস্ত্রোপচারের আগে অঙ্গচ্ছেদ করা যাবে না, এই বিষয়টি বিবেচনা করে স্রাবের সারাংশে এটিও স্পষ্টভাবে একটি ভুল রেকর্ডিং বলে মনে হয় পরিচালনার তারিখ ১৯ জানুয়ারী, ২০১৫। পরবর্তীকালে প্রতিলিপিতে

নিস্পত্তি সারসংক্ষেপ (প্রদর্শ-১৮এ), আঘাতের তারিখ সংশোধন করা হয়েছে এবং ১৪ই জানুয়ারী, ২০১৫ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ওটি নোটে ১১ই জানুয়ারী, ২০১৯৫-এ অঙ্গচ্ছেদের তারিখ ১৯ শতাংশ জানুয়ারী, ২০১৫-এ সংশোধন করা হয়েছে যা যথাযথভাবে ডঃ অশোক কুমার সিনহা, চিফ কনসালট্যান্ট, অর্থোপেডিক্স সার্জন, পপুলার নার্সিং হোম, পাটনা দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়েছে। পি. ডব্লিউ. ৬, বসন্ত কুমার, পপুলার নার্সিং হোম, পাটনা, তার প্রমাণপত্রে বলেছেন যে নিস্পত্তি শংসাপত্রে, ওটি-র তারিখ ভুল করে ১৯শে জানুয়ারী, ২০১৫-এর পরিবর্তে ১১ই জানুয়ারী, ২০১৫ হিসাবে টাইপ করা হয়েছিল এবং একই ডাক্তার পরবর্তীকালে ডুপ্লিকেট নিস্পত্তি শংসাপত্র জারি করেছেন। এই সাক্ষীর জেরা-এ এমন কিছু নেই যে ওটি নোটে বা আঘাতের তারিখে নিষ্ক্রিয়তার শংসাপত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে অন্তর্ভুক্ত এবং/অথবা সংশোধন করা হয়েছিল। এর বিপরীতে বীমা সংস্থা দ্বারা কোনও প্রমাণ নথিভুক্ত করা হয়নি যে পূর্বে উল্লিখিত নিস্পত্তি সারাংশে তারিখগুলি সংশোধন করা হয়েছে এবং মিথ্যা ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অতএব, নিস্পত্তি সারাংশে আগে উল্লিখিত আঘাতের তারিখ এবং অপারেশনের তারিখের অসঙ্গতি এই সত্যের দিকে পরিচালিত করে না যে দুর্ঘটনার আগে ভুক্তভোগীর অঙ্গচ্ছেদ হয়েছিল এবং তিনি উক্ত দুর্ঘটনায় আহত হননি।

১৩.৬ উত্তরদাতা নং ১ ইন্সুরেন্স সংস্থার বিদ্বান উকিল জনাব পল আরেকটি বিষয় উত্থাপন করেছেন যে অভিযুক্তকে এফআইআর দায়ের করার আগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল যা এফআইআর প্রাপ্তির তারিখ এবং চার্জশিটে উল্লিখিত অভিযুক্তের গ্রেপ্তারের তারিখ ও সময়ের তুলনায় স্পষ্ট হবে। এটি একটি সত্য যে, প্রাপকের অনুমোদন অনুযায়ী অফিসার, ২০১৫ সালের

২১শে জানুয়ারি প্রায় ১২:০৫ ঘন্টা সময়ে এফআইআরটি পাওয়া যায়। চার্জশিটে অভিযুক্তের গ্রেপ্তারের তারিখ ও সময় ২১শে জানুয়ারি, ২০১৫ সকাল ৯টা ২৫ মিনিট দেখানো হয়েছে, যা সময়ের পূর্ববর্তী সময়। ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী একজন পুলিশ অফিসার এমন একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে পারেন যার বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত অভিযোগ করা হয়েছে বা বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়া গেছে বা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ রয়েছে যে তিনি একটি আমলযোগ্য অপরাধ করেছেন এবং পুলিশ অফিসারের এই ধরনের সম্মতি, তথ্য বা সন্দেহের ভিত্তিতে বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে এই ধরনের ব্যক্তি উক্ত অপরাধটি করেছেন। অতএব, যতক্ষণ না অভিযোগ করা হয়েছে বা তথ্য পাওয়া গেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকরভাবে কোনও ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা যাবে না। সুতরাং, চার্জশিটে অভিযুক্ত/চালকের গ্রেপ্তারের সময়টি প্রাথমিকভাবে একটি ভুল নোট বলে মনে হয়। একমাত্র ব্যক্তি, যিনি স্পষ্ট করে দিতে পারতেন, তিনি ছিলেন তদন্তকারী কর্মকর্তা যাকে বীমা সংস্থা দ্বারা পরীক্ষা করা হয়নি। অভিযুক্তের গ্রেপ্তারের উপরোক্ত সময়টি সম্পূর্ণ সন্দেহজনক হিসাবে এফআইআর তৈরি করতে পারে না। যেহেতু মামলার তদন্তকারী অফিসারের প্রমাণ জমা দিয়ে বীমা সংস্থা দ্বারা এই দিকটি স্পষ্ট করা হয়নি, তাই এই বিষয়ে যুক্তি ভাল নয়।

১৩.৭. এফআইআর দায়ের করতে বিলম্বের ভিত্তিতে মামলা দাবি করার জন্য আরও চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে। যদিও এফআইআর দায়ের করতে সাত দিন বিলম্ব হয়েছে, তবে এফআইআরের কোনও মনগড়া, বানোয়াট বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রমাণ নেই। রবি (উপরে)-তে, সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

> ২০. এটা ঠিক যে, এফ. আই. আর দায়ের করতে বিলম্ব দাবিদারদের মামলা নিয়ে সন্দেহ করার কারণ হতে পারে না। ভারতীয় পরিস্থিতি যেমন আছে, আমরা একটি আশা করতে পারি না সাধারণ মানুষ দুর্ঘটনার পরপরই প্রথমে থানায় ছুটে যায়। মানুষের স্বভাব ও পারিবারিক দায়িত্ব আত্মীয়দের মনে এতটাই জোরালো যে

তারা থানায় ছুটে যাওয়ার চেয়ে ভুক্তভোগীকে চিকিৎসা করানোর জন্য বেশি গুরুত্ব দেয়। এই পরিস্থিতিতে, তারা পুলিশের কাছে এফ. আই. আর দায়ের করার ক্ষেত্রে দ্রুততার সাথে যান্ত্রিকভাবে কাজ করবে বলে আশা করা হয় না। এফ. আই. আর দায়ের করতে বিলম্ব করা তাই ভুক্তভোগীকে ন্যায়বিচার অস্বীকার করার ভিত্তি হতে পারে না। বিলম্বের ক্ষেত্রে, আদালতকে আরও নিবিড় তদন্তের সাথে প্রমাণ পরীক্ষা করতে হয় এবং এটি করার ক্ষেত্রে এফ. আই. আর-এর বিষয়বস্তুও আরও যত্ন সহকারে পরীক্ষা করা উচিত। যদি আদালত খুঁজে পায় যে বানোয়াটের কোনও ইঙ্গিত নেই বা নির্দোষ ব্যক্তিদের জড়িত করার জন্য এটি সাজানো বা ইঞ্জিনিয়ার করা হয়নি, এমনকি যদি এফ. আই. আর দায়ের করতে বিলম্ব হয়, তবে দাবি মামলাটি কেবল তার ভিত্তিতে খারিজ করা যাবে না। "

১৩.৮. কোনও মনগড়া, বানোয়াট বা এফআইআর-এর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অভাবে উপরোক্ত প্রস্তাবের কথা মাথায় রেখে, বিলম্ব দাবিদারদের দাবির আবেদনকে সন্দেহজনক করে তুলবে না। আমি রবি (উপরে)-র উপর নির্ভর করে এই বিষয়ে আবেদনকারী-দাবিদার পক্ষের বিদ্বান আইনজীবী জনাব বানিকের যুক্তিতে সত্যতা খুঁজে পাই। তদনুসারে, এটি বলা হয় যে সংশ্লিষ্ট তারিখে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল যেখানে ভুক্তভোগী আহত হয়েছিলেন।

১৪. অপরাধমূলক গাড়ির ডুবুরি বেপরোয়া ও অবহেলা করে গাড়ি চালানোর দিক সম্পর্কিত শেষ বিষয়টি সম্পর্কে দেখা যায় যে, বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল দাবিদারদের বিরুদ্ধে এই বিষয়টিকে অস্বীকার করেছে। পি. ডব্লিউ. ১, দাবিদার-আহত, যিনি সংশ্লিষ্ট তারিখে বাসে ভ্রমণ করছিলেন, তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে অপরাধমূলক গাড়ির চালক অপরাধমূলক গাড়ির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন এবং ভুল দিকে এগিয়ে গিয়ে একটি স্থির ট্রাক কে ধাক্কা দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন যে,

দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজন ব্যক্তি ছিলেন আহত এবং একজনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী পি. ডব্লিউ. ৪ দ্বারাও এই ঘটনাকে সমর্থন করা হয়েছে, যিনি দুর্ঘটনার প্রাসঙ্গিক তারিখে একই বাসে ভ্রমণ করছিলেন। পি. ডব্লিউ. ১ এবং পি. ডব্লিউ. ৪-এর প্রমাণ এফআইআরে উল্লিখিত তথ্য দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। তদন্ত শেষ হওয়ার পরে, তদন্তকারী সংস্থা ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৭৯/৩৩৭/৩৩৮ ৩০৪ (এ)/৪২৭ ধারায় অভিযুক্ত গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিয়েছে। চালক বেপরোয়া ও অবহেলা করে গাড়ি চালানোর জন্য দোষী ছিলেন না বলে অন্য কোনও বিপরীত প্রমাণ নেই। রেকর্ডে উল্লিখিত উপকরণগুলি বিবেচনা করে দেখা গেছে যে দুর্ঘটনাটি অপরাধী গাড়ির চালকের বেপরোয়া ও অবহেলার কারণে ঘটেছে। দুর্ঘটনার পদ্ধতি এবং বেশ কয়েকজন আহত হওয়ার এবং একজন মারা যাওয়ার বিষয়টি মাথায় রেখে, এটি নিরাপদে বলা যেতে পারে যে দুর্ঘটনার প্রাসঙ্গিক তারিখে, অপরাধী গাড়ির চালক বেপরোয়া ও অবহেলাপূর্ণ কাজের জন্য দোষী ছিল।

১৫. উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, লর্ড ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক দাবির আবেদন খারিজ করার আদেশটি বাতিল করার যোগ্য। দামোদর লালের (উপরে) সিদ্ধান্তটি প্রকৃতপক্ষে বর্তমান মামলার থেকে আলাদা এবং প্রযোজ্য নয়।

১৬. এখন আমাকে ক্ষতিপূরণের পরিমাণের পরিমাণ নির্ধারণের দিকটি বিবেচনা করতে দিন। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ পরিমাপ করার জন্য, নিম্নলিখিত দিকগুলি বিবেচনা করতে হবেঃ

প্রথমত, গুণক।

দ্বিতীয়ত, আয় নির্ধারণ।

তৃতীয়ত, উপার্জনের ক্ষতি।

এবং সবশেষে, আর্থিক ক্ষতি এবং অ-আর্থিক ক্ষতি।

১৭. গুণকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভোটার পরিচয়পত্র (প্রদর্শ-৮) অনুসারে, ভুক্তভোগীর জন্ম তারিখ ১৯৭৯ সালের ১লা জানুয়ারি, অতএব, দুর্ঘটনার তারিখে (১৪ জানুয়ারি, ২০১৫) ভুক্তভোগীর বয়স ৩৬ বছর। সরলা ভার্মা (শ্রীমতী) এবং অন্যান্য বনাম দিল্লি পরিবহন কর্পোরেশন এবং অন্যটি (২০০৯) ৬ এস. সি. সি ১২১-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণের পরে, গুণক ১৫ হওয়া উচিত।

১৮. আয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আহত দাবিদার দাবি করেছেন যে তিনি অপরাধী গাড়ির একজন বাস কন্ডাক্টর ছিলেন এবং তিনি তার কন্ডাক্টরের লাইসেন্স (প্রদর্শ-৬) উপস্থাপন করেছেন। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী পি.ডব্লিউ.৪ সুদীপ আচার্য আরও বলেছেন যে, সংশ্লিষ্ট তারিখে ভুক্তভোগী ব্যক্তি অপরাধী গাড়ির বাস কন্ডাক্টর ছিলেন। তবে লিখিত অভিযোগে তথ্যদাতা বলেছেন যে ভুক্তভোগী অপরাধী বাসের একজন যাত্রী ছিলেন যা চার্জশিটেও উল্লেখ করা হয়েছে। দাবিদার তার পেশা এবং আয় প্রতিষ্ঠার জন্য পি.ডব্লিউ.২ নামে একজন দীপঙ্কর রায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, যিনি তার সাক্ষ্য-প্রমাণে বলেছেন যে তিনি নং WB-61/1848 (অপরাধী গাড়ি) গাড়ির মালিক এবং দুর্ঘটনার দিন ভুক্তভোগী গণেশ চন্দ্র পাল উক্ত গাড়ির কন্ডাক্টর ছিলেন। তিনি আরও বলেছেন যে তিনি প্রতি মাসে ৬১৭২/- টাকা এবং ৫,000 টাকা দিতেন। ভুক্তভোগীকে খাবারের জন্য প্রতিদিন ১০০/- টাকা এবং তিনি আপত্তি সহকারে প্রদর্শ-১০ হিসেবে চিহ্নিত আয়ের শংসাপত্রটি প্রমাণ করেন। যদিও P.W. ২ তার সাক্ষ্য-প্রমাণে উপরোক্ত তথ্যগুলি সাক্ষ্য দিয়েছেন, কিন্তু এটি লক্ষণীয় যে প্রাসঙ্গিক যে জেরায় এই সাক্ষী স্বীকার করেছেন যে তিনি কর্মচারীর কোনও বেতন নিবন্ধন রাখেন না এবং তারপরে তিনি সাক্ষ্য দিতে গিয়েছিলেন যে তিনি দৈনিক শীটে আয় এবং ব্যয় বজায় রেখেছেন। মামলা চলাকালীন, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের সামনে কোনও আয় এবং ব্যয় উপস্থাপন করা হয়নি। জেরায় তিনি আরও স্বীকার করেছেন যে তিনি গণেশ চন্দ্র পালের নামে কোনও নগদ স্মারক জারি করেননি। কর্মচারীকে অর্থ প্রদানের বিষয়ে কোনও ব্যাংক বিবৃতি পাওয়া যায় না। বেতন শংসাপত্র (প্রদর্শ-১০) কোনও যুক্তিসঙ্গত দালিলিক প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়। অপরাধী গাড়ির মালিক P.W.2 দ্বারা ভুক্তভোগীকে বেতন প্রদানের কোনও নথির অভাবে, ভুক্তভোগীর দাবি করা বেতন প্রতি মাসে ৬,১৭২/- টাকা এবং প্রতি মাসে ১০,০০০ টাকা বিবেচনা করা উপযুক্ত হবে না। P.W.2 এর প্রমাণের ভিত্তিতে কন্ডাক্টর হিসেবে কাজ করে প্রতিদিন ১০০/- টাকা করে খাবারের জন্য। দাবিদার তার পেশা এবং আয় প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। (২০১১) ১৩ এস সি সি ২৩৬-এ রিপোর্ট করা রয়্যাল সুন্দরম অ্যালায়েন্স ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের শ্রী রামচন্দ্রপ্পা বনাম ম্যানেজার মামলায়, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেন:

"১৪..... আমরা তাড়াহুড়ো করে যোগ করছি যে সমস্ত ক্ষেত্রে এবং সমস্ত পরিস্থিতিতে, সমর্থনকারী উপাদানের অনুপস্থিতিতে ট্রাইব্যুনালের দাবিদারের দাবি গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। এটি প্রতিটি মামলার তথ্যের উপর নির্ভর করে। একটি প্রদত্ত ক্ষেত্রে, যদি করা দাবিটি এতটাই অত্যধিক হয় বা যদি করা দাবিটি স্থল বাস্তবতার বিপরীত হয়, তাহলে ট্রাইব্যুনাল দাবিটি গ্রহণ নাও করতে পারে এবং কিছু অনুমান অবলম্বন করে সম্ভাব্য আয় নির্ধারণ করতে এগিয়ে যেতে পারে, যার মধ্যে স্থল অন্তর্ভুক্ত সময় প্রাসঙ্গিক সময়ে বিরাজমান বাস্তবতা থাকতে পারে।

১৮.১. আইনের উপরোক্ত প্রস্তাবের কথা মাথায় রেখে এবং অবলম্বন করা কিছু অনুমান এবং ২০১৫ সালে বিদ্যমান অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের অর্থনৈতিক কারণ এবং মূল্যের কথা মাথায় রেখে

প্রতি মাসে ৫,০০০/- টাকা আয় করা যুক্তিসঙ্গত এবং মামলার ঘটনা এবং পরিস্থিতিতে উপযুক্ত হবে। পরবর্তীতে যেহেতু দুর্ঘটনার সময় ভুক্তভোগীর বয়স ছিল 36 বছর এবং সম্ভবত তিনি স্ব-নিযুক্ত ছিলেন, মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ অনুসরণ করে **ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম প্রণয় শেঠি এবং অন্যান্যরা** রিপোর্ট করেছে (২০১৭) ১৬ এস সি সি ৬৮০, দাবিদার-আহত ব্যক্তি ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দিকে তার বার্ষিক আয়ের 40% এর সমতুল্য পরিমাণের অধিকারী।

১৯. আয়ের ক্ষতির ক্ষেত্রে, প্রথমে, ১ এস. সি. সি. ৩৪৩-এ (২০১১) **রাজ কুমার বনাম অজয় কুমার ও অন্যান্য** সিদ্ধান্তে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা নির্ধারিত নীতিগুলি উল্লেখ করা উপযুক্ত হবে, যা এখানে পুনঃপ্রকাশ করা হয়েছেঃ

> ১২. অতএব, ট্রাইব্যুনালকে প্রথমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে কোনও স্থায়ী অক্ষমতা আছে কি না এবং এই ধরনের স্থায়ী অক্ষমতার পরিমাণও রয়েছে কি না। এর অর্থ হল যে ট্রাইব্যুনালকে প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত নিতে হবেঃ (i) অক্ষমতা স্থায়ী বা অস্থায়ী; (ii) যদি অক্ষমতা স্থায়ী হয়, তা সে স্থায়ী সম্পূর্ণ অক্ষমতা হোক বা স্থায়ী আংশিক অক্ষমতা, (iii) যদি অক্ষমতার শতাংশ কোনও নির্দিষ্ট অঙ্গের প্রসঙ্গে প্রকাশ করা হয়, তবে পুরো শরীরের কার্যকারিতার উপর অঙ্গের এই ধরনের অক্ষমতার প্রভাব, যা সেই ব্যক্তির দ্বারা ভোগ করা স্থায়ী অক্ষমতা। যদি ট্রাইব্যুনাল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে কোনও স্থায়ী অক্ষমতা নেই, তাহলে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার এবং ভবিষ্যতের উপার্জনের ক্ষমতা হ্রাস করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তবে যদি ট্রাইব্যুনাল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে স্থায়ী অক্ষমতা রয়েছে, তা হলে এটি তার ব্যাপ্তি নির্ধারণের জন্য এগিয়ে যাবে। মেডিকেল প্রমাণের ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনাল দাবিকারীর স্থায়ী অক্ষমতার প্রকৃত ব্যাপ্তি নির্ধারণ করার পরে, এই ধরনের স্থায়ী অক্ষমতা তার অক্ষমতাকে প্রভাবিত করেছে বা উপার্জনের ক্ষমতা প্রভাবিত করবে কিনা তা নির্ধারণ করতে হবে।

১৩. প্রকৃত উপার্জন ক্ষমতার উপর স্থায়ী অক্ষমতার প্রভাব প্রমাণের জন্য তিনটি ধাপ রয়েছে। ট্রাইব্যুনালকে প্রথমে নির্ধারণ করতে হবে যে স্থায়ী অক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দাবিদার কী কী কাজ করতে পারে এবং স্থায়ী ক্ষমতার ফলে সে কী করতে পারে না (এটি জীবনের সুযোগ-সুবিধা হারানোর ফলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক)। দ্বিতীয় ধাপটি হল দুর্ঘটনার আগে তার পেশা, পেশা এবং কাজের প্রকৃতি এবং তার বয়স নির্ধারণ করা। তৃতীয় ধাপটি হল খুঁজে বের করা যে, (১) দাবিদার কোনও ধরনের জীবিকা অর্জনে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম, অথবা (২) স্থায়ী অক্ষমতা সত্ত্বেও, দাবিদার তার পূর্ববর্তী কাজকর্ম ও কার্যাবলী কার্যকরভাবে চালিয়ে যেতে পারে কিনা, অথবা (এটি) তাকে তার পূর্ববর্তী কাজকর্ম ও কার্যাবলী সম্পাদন করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল বা সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল কিনা, কিন্তু অন্য কোনও বা কম মাত্রার কাজকর্ম ও কার্যাবলী চালিয়ে যেতে পারে যাতে সে উপার্জন করতে পারে বা তার জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।

১৪. উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও দাবিদার বাম হাত কেটে ফেলেন, তবে স্থায়ী শারীরিক বা কার্যকরী অক্ষমতা প্রায় ৬০ শতাংশ হিসাবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। যদি দাবিদার একজন চালক বা ছুতোর মিস্ত্রি হন, তবে উপার্জন ক্ষমতার প্রকৃত ক্ষতি কার্যত একশো শতাংশ হতে পারে, যদি তিনি গাড়ি চালাতে বা ছুতোর কাজ করতে সক্ষম না হন।অন্যদিকে, দাবিদার যদি সরকারি চাকরিতে কেরানি হন, তবে তাঁর বাঁ হাত হারানোর ফলে চাকরি হারাতে পারে না এবং তিনি এখনও কেরানি হিসাবে অব্যাহত থাকতে পারেন কারণ তিনি তাঁর কেরানির কাজগুলি সম্পাদন করতে পারেন; এবং সেই ক্ষেত্রে উপার্জনের ক্ষমতা হ্রাস কোনও চালক বা ছুতোরের ক্ষেত্রে '১০০%' হবে না, বা ৬০ শতাংশ যা প্রকৃত শারীরিক অক্ষমতা নয়, তবে অনেক কম হবে। প্রকৃতপক্ষে, 'ভবিষ্যতের উপার্জনের ক্ষতি' কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে না, যদি দাবিদার সরকারী চাকরিতে অব্যাহত থাকে, যদিও তাকে ক্ষতপুরন দেওয়া হতে পারে

সুবিধার ক্ষতির অধীনে একটি তার হাত হারানোর পরিণতি হিসাবে ক্ষতিপূরণ। কখনও কখনও আহত দাবিদারকে চাকরিতে অব্যাহত রাখা যেতে পারে, তবে তার অক্ষমতার কারণে তিনি যে পদে বা চাকরিতে আগে অধিষ্ঠিত ছিলেন তার সাথে সংযুক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত বলে মনে নাও হতে পারে এবং তাই কম পারিশ্রমিক সহ অন্য কোনও উপযুক্ত তবে কম পদে স্থানান্তরিত হতে পারে, এই ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের উপার্জন ক্ষমতা হ্রাসের অধীনে একটি সীমিত ক্ষতিপুরন থাকা উচিত, হ্রাস উপার্জন ক্ষমতা নোট করে।

১৫. এটা লক্ষ করা যেতে পারে যে, যখন ভবিষ্যৎ উপার্জন ক্ষমতার ক্ষতিকে ১০০% (অথবা ৫০% এরও বেশি কিছু) হিসাবে বিবেচনা করে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়, তখন সুযোগ-সুবিধা হারানো বা জীবনের প্রত্যাশার ক্ষতির শিরোনামে আলাদাভাবে ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রয়োজন অদৃশ্য হতে পারে এবং ফলস্বরূপ, সুযোগ-সুবিধা হারানো বা জীবনের প্রত্যাশা হারানোর শিরোনামে শুধুমাত্র একটি টোকেন বা নামমাত্র পরিমাণ প্রদান করতে হতে পারে, অন্যথায় ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে একটি নকল হতে পারে।

১৯. ১. মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের দ্বারা নির্ধারিত উপরোক্ত নীতিগুলিকে মাথায় রেখে, আমাকে প্রথমে সিদ্ধান্ত নিতে দিন যে ভিকটিম কোন টিকে আছে কিনা দুর্ঘটনার কারণে স্থায়ী অক্ষমতা এবং, যদি তাই হয়, কতটা। ১১ নম্বর অনুচ্ছেদে ভুক্তভোগী তার দাবির আবেদনে বলেছেন যে তিনি উভয় পায়ে ফ্র্যাকচার এবং আঘাত পেয়েছেন এবং এই ধরনের আঘাতের কারণে পরবর্তীতে তাকে হাঁটুর নীচে উভয় পা কেটে ফেলতে হয়েছিল। পাটনার জনপ্রিয় নার্সিং হোমের ডিসচার্জ সার্টিফিকেট (**প্রদর্শ-১৮ক**) নিম্নরূপ নোট করে:

রোগ নির্ণয়:- পলি ট্রমার ক্ষেত্রে ট্রমাটিক অ্যাম্পুটেশন আরটি লেগ এবং ক্রাশ ইনজুরি বাম পায়ে, # বি বি এফ এ বাম সাইড এবং # ২য় মেটাকারপাল বাম সাইড।

ও টি দ্রষ্টব্য:- ১৯.০১.১৫ এস/এ এর অধীনে বিচ্ছিন্ন অঙ্গ উদ্ধার, পরিষ্কারের কাজ শেষ এবং বাম পা বাহ্যিকভাবে ফিক্সেশন প্রয়োগ। এরপর বাম হাত পরিষ্কার করা হবে।

-২২.০১.১৫ এস/এ ক্লিনিং ডিব্রিডমেন্টের অধীনে ডান স্টাম্প এবং বি/কে গিলোটিন বিচ্ছেদ বাম পা সম্পন্ন হয়েছে।

-২১.০১.১৫ আর/এ ও আর আই এফ # শ্যাফ্ট ব্যাসার্ধের অধীনে এল সি পি (সংশ্লেষ) ব্যবহার করে বাম দিকে করা হয়েছে এবং টেন বাম উলনা করা হয়েছে, তারপর উভয় স্টাম্প পরিষ্কার করা হয়েছে।

-০৫.০২.১৫ এস/ক এর অধীনে বাম স্টাম্প এবং সেকেন্ডারি ক্লোজার ডান স্টাম্প।

দাবিদার ফিজিওথেরাপিস্ট শাশ্বত কুণ্ডুকে পি. ডব্লিউ. ৫ হিসাবে প্রমাণ করেছেন যিনি ভিকটিমের নিস্পত্তি শংসাপত্রটি আপত্তি সহ প্রদর্শ-১৫ চিহ্নিত করেছেন। তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে উভয় পায়ের হাঁটু কেটে ফেলা এবং অক্ষমতা ৮০ শতাংশ হিসাবে মূল্যায়ন করা হয়েছিল। অক্ষমতা শংসাপত্র (প্রদর্শ-১৫) উভয় পায়ের ৮০ শতাংশ অক্ষমতা সহ হাঁটু কেটে ফেলার নীচেও রেকর্ড করে যা স্থায়ী প্রকৃতির। অক্ষমতা শংসাপত্রটি যদিও আপত্তি জানিয়েছিল, তবুও উক্ত শংসাপত্রটিকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষেত্রে কোনও বিপরীত প্রমাণ নেই। অক্ষমতা শংসাপত্র এবং হাঁটুর নীচে উভয় পা কেটে ফেলার বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা গেছে যে আহত ব্যক্তি ৮০ শতাংশ পর্যন্ত অক্ষমতা বজায় রেখেছিলেন যা স্থায়ী প্রকৃতি। এখন এটি নিশ্চিত করতে হবে যে আহত-ভুক্তভোগীর প্রকৃত উপার্জন ক্ষমতার উপর এই ধরনের স্থায়ী অক্ষমতার প্রভাব কী। এটা সত্য যে বর্তমান ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী দাবিদার তার পেশা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তবে, আদালত এই সত্যটি উপেক্ষা করতে পারে না যে ভুক্তভোগী সম্ভবত জীবিকার জন্য কিছু কাজ করতেন। আঘাতের প্রকৃতি এবং পরবর্তী অক্ষমতার কথা বিবেচনা করে, আমি মনে করি যে এই ধরনের অক্ষমতার কারণে ৮০ শতাংশ উপার্জনের ক্ষতি হবে।

২০. চিকিৎসা ব্যয়ের আকারে আর্থিক ক্ষতির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, দাবিদার পি. ডব্লিউ. ৬-এর প্রমাণ জমা দিয়ে ১৯ থেকে ২৭ পর্যন্ত চিকিৎসা ব্যয়ের প্রমাণ দিয়েছেন (প্রদর্শনী-২০-সিরিজ ছাড়া যা প্রদর্শনী-১৯-এর অংশ হিসাবে অগ্রিম প্রদান করা হয়), এই বিষয়টি বিবেচনা করে মোট চিকিৎসা ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি টাকা।

২১. যতদূর অ-আর্থিক ক্ষতির কথা বলা যায়, দেখা যায় যে উক্ত দুর্ঘটনার কারণে ভুক্তভোগীকে তার উভয় পা কেটে ফেলার জন্য অপারেটিভ ব্যবস্থা নিতে হয়। উপরের বিষয়টি বিবেচনা করে, আমি ব্যথা এবং কষ্টের মাথার নীচে ১,০০,০০০- টাকা. এর পরিমাণ অনুমোদন করতে ইচ্ছুক।

২২. বর্তমান আবেদনে অন্যান্য বিষয়গুলিকে বিরোধ করা হয়নি।

২৩. উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, ক্ষতিপূরণের গণনা এখানে তৈরিঃ

ক্ষতিপূরণের গণনা

মাসিক আয়	৫,০০০ টাকা/-
বার্ষিক আয় (৫,০০০/- x ১২ টাকা)	৬০,০০০/- টাকা
যোগ করুনঃ ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা @৪০ শতাংশ বার্ষিক আয়ের	২৪,০০০ টাকা/-
	৮৪,০০০/ টাকা
আয়ের ক্ষতিঃ ৮০ শতাংশ আয়ের ক্ষতি	৬৭,২০০/- টাকা
গুণক গ্রহণ করা হচ্ছে ১৫ টাকা. ১০,০৮,০০০/(৬৭,২০০/- x ১৫ টাকা)	১০,০৮,০০০/- টাকা
যোগ করুনঃ চিকিৎসা সংক্রান্ত খরচ	১,৮৫,২২০ /- টাকা
যোগ করুনঃ অ-আর্থিক ক্ষতি	১,০০,০০০/- টাকা
সমস্ত খরচা	১২,৯৩,২২০/- টাকা

২৪. সুতরাং, দাবিদার টাকা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী-দাবি আবেদন জমা দেওয়ার তারিখ থেকে অর্থ প্রদান পর্যন্ত প্রতি বছর ৬ শতাংশ হারে সুদ সহ।

২৫. বিবাদী নং ১-বীমা কোম্পানিকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, উল্লিখিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সুদসহ উপরে উল্লেখিত তারিখ থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের বিজ্ঞ রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে চেকের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

২৬. উপরোক্ত পরিমাণ এবং নির্দেশিত সুদ জমা করার পরে, কলকাতা হাইকোর্টের জ্ঞাত রেজিস্ট্রার জেনারেল আবেদনকারী-দাবিদারকে তার পরিচয় সন্তুষ্ট করার পরে তার পক্ষে উপরোক্ত পরিমাণ ছাড় করবেন।

২৭. উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের সাথে, আপিল অনুমোদিত। বিদ্বান ট্রাইব্যুনালকে বরখাস্ত করার বিতর্কিত আদেশটি এতদ্বারা বাতিল করা হয়েছে। খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ নেই।

২৮. সমস্ত সংযুক্ত অ্যাপ্লিকেশন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

২৯. অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, খালি থাকে।

৩০. তথ্যের জন্য নিম্ন আদালতের রেকর্ড সহ এই রায়ের একটি অনুলিপি লর্ড ট্রাইব্যুনালে পাঠানো হোক।

৩১. এই রায়ের জরুরী ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আইনি আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পরে পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

(বিচারপতি বিভাস পট্টনায়েক)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly